অভিজিৎবাবুরা বলেন, তাঁরা চান, কুহেলির মৃত্যুর তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করুন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি তাঁরা দেখাও করতে চেয়েছেন। উল্লেখ্য, এর আগে ওই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে মৃত সঞ্জয় রায়ের স্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী

শিশুদেরও হক আছে, বোঝাতে গ্রামে ঘুরবে কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: শিশুদের অধিকার রক্ষা এবং তার নানা দিক নিয়ে এবার গ্রামে গ্রামে শিবির করবে রাজ্যের শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন। জুন থেকেই এই কর্মসূচি শুরু হবে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। কমিশনের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী বলেন, পঞ্চায়েত ধরে ধরে এরকম কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যাতে শিশুদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি সব অংশের মানুষ জানতে পারে, তার জন্যই এই উদ্যোগ।

একেকটি জেলায় একেক রকম সমস্যা রয়েছে। যেমন, কোথাও শিশুপাচার মাথাচাড়া দিয়েছে, তো কোথাও আবার বাল্যবিবাহ। এই সব সামাজিক ব্যাধিকে নির্মূল করতে যাবতীয় পরিকল্পনা করছে রাজ্যের শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন। এক কর্তার কথায়, মুর্শিদাবাদে শিশু পাচারের সমস্যা প্রবল। নদীয়ায় আবার বাল্যবিবাহের হার মাত্রা ছাড়িয়েছে। কেন হচ্ছে এসব, এ নিয়ে সেখানকার মানুষদের অবহিত করা প্রয়োজন। তাই প্রথমে গ্রামীণ এলাকায় এবং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সচেতনতা শিবির করার কথা ঠিক হয়েছে। কমিশনের মূল উদ্দেশ্য হল, বাচ্চা বা শিশুরা ভালো আছে কি না, তা দেখা। যে কোনও শিশুর অধিকার লঙ্ঘন হলেই, পদক্ষেপ করতে পিছপা হয় না কমিশন। সেরকমই বাচ্চারা যাতে ভালো থাকে, তার জন্য এই বিশেষ সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে বলে জানান কমিশনের কর্তারা। এই কর্মসূচিতে কী কী থাকছে? অনন্যাদেবীর কথায়, শিশুর অধিকার কী, এটি লঙ্ঘন করলে কী হবে, কী শাস্তির সুপারিশ রয়েছে, তাই সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হবে। শুধু তাই নয়, পকসো (প্রোটেকশন অব চিলড্রেন এগেনস্ট সেক্সুয়াল অফেন্স) নিয়েও নানা তথ্য প্রদান করা হবে। কেন তাদের স্কুলে পাঠানো দরকার, শিক্ষার অভাবে কী ক্ষতি হতে পারে, সে সম্পর্কেও অবহিত করা হবে। কমিশন সূত্রে খবর, চারটি-পাঁচটি করে জেলা ধরে ধরে এই শিবির করা হবে। প্রতিটি পঞ্চায়েতের অধীনে যত গ্রাম রয়েছে, তাদের নিয়ে একদিন করে এই কর্মসূচি রাখা হবে।

গ্রামবাসীদের যেমন এই শিবিরে আসার জন্য বলা হবে, তেমনই থাকবে শিশুরাও। আর অবশ্যই জেলা প্রশাসনের কর্তারা থাকবেন। তবে লোকবলের অভাবে কমিশনের পক্ষ থেকে এই কাজ করা সম্ভব হবে না। তাই রিসোর্স পার্সন হিসাবে সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরাই তা করবে। কিন্তু প্রতিটি জায়গায় একজন করে কমিশনের সদস্য থাকবেন। কাজ কেমন হচ্ছে, সে ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নিয়মিত রিপোর্ট কমিশনের কাছে পাঠানো হবে।

পঞ্চায়েত ধরে ধরে এই কাজ করা হলেও, চেয়ারপার্সন জানিয়ে দিয়েছেন, এর সঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের কোনও সম্পর্ক নেই। গোটাটাই কাকতালীয় হয়ে গিয়েছে। তবে পঞ্চায়েত স্তর থেকে এমন কর্মসূচি নেওয়ার পিছনে কারণ একটাই। অনন্যাদেবীর মতে, অনেক গ্রাম বা এলাকা রয়েছে, সেখানে দ্রুত পৌঁছানো যায় না। সেখানকার মানুষ এত কিছু জানেন না। কিন্তু তাদের থেকেই যাতে এই সচেতনতা শিবিরের কাজ শুরু করা যায়, তাহলে সমাজের এই সব ব্যাধি মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন

বিধি পর্যালোচনা করতে দু’টি কমিটি